5208 - অলসতা করে নামায বর্জন করা

প্রশ্ন

আমি যদি অলসতা করে নামায না পড়ি আমি কি কাফরে হিসেবে গণ্য হব? নাকি গুনাহগার মুসলমান হিসেবে গণ্য হব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

ইমাম আহমাদ এর মতানুযায়ী, অলসতা করে নামায বর্জনকারী কাফরে এবং এটাই অগ্রগণ্য মত। কুরআন, হাদসি, সফলে সালহেীন এর বাণী ও সঠকি কয়িাস এর দলিল এটাই প্রমাণ কর।[আল-শারহুল মুমতি আলা-যাদলি মুসতানকি (২/২৬)]

কউে যদি কুরআন-সুন্নাহর দলিলগুলো গবষেণা করে দখেনে তাহলে দখেতে পাবনে য, দলিলগুলো প্রমাণ করছে য, ব-েনামাযী ইসলাম নষ্টকারী বড় কুফরতিে লপ্তি।

এ বষিয়ে কুরআনরে দলিল হচ্ছ- "অতএব তারা যদি তওবা কর, সালাত কায়মে করে ও যাকাত দয়ে, তবে তারা তোমাদরে দ্বীনি ভাই।"[সূরা তওবা, আয়াত: ১১]

দলিলরি বশি্লষেণ হচ্ছ-ে আল্লাহ্ তাআলা মুশরকিদরে মাঝে ও আমাদরে মাঝে ভ্রাতৃত্ব সাব্যস্তরে জন্য তনিটি শর্ত করছেনে: শরি্ক থকেে তাওবা করা, নামায কায়মে করা ও যাকাত আদায় করা। যদি তারা শরি্ক থকেে তওবা করে কন্তিু নামায কায়মে না কর, যাকাত প্রদান না করে তাহলে তারা আমাদরে ভাই নয়। আর যদি তারা নামাযও কায়মে করে কন্তিু যাকাত আদায় না করে তাহলওে তারা আমাদরে ভাই নয়। কনেনা কউে দ্বীন থকেে সম্পূর্ণরূপে বরেয়িে না গলেে তার দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব রহতি হবে না। পাপরে কারণে কংিবা ছোট কুফররি কারণে দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব রহতি হয় না।

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলনে: "অতঃপর তাদরে পরে এল কছিু অপদার্থ উত্তরাধকিারী, তারা নামায নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তরি অনুসরণ করল। কাজইে অচরিইে তারা ক্ষতগি্রস্ততার সম্মুখীন হব। কন্তিু তারা নয়— যারা তাওবা করছে, ঈমান এনছে ও সৎকাজ করছে। তারা তো জান্নাতে প্রবশে করব। আর তাদরে প্রতি কোন যুলুম করা হবে না।"[সূরা মারয়িাম, আয়াত: ৫৯]

দলিলরি বশি্লষেণ হচ্ছ- নামায নষ্টকারী ও কুপ্রবৃত্তরি অনুসারীদরে ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "কন্তিু তারা নয়— যারা তাওবা করছে, ঈমান এনছে" এতে এ প্রমাণ পাওয়া যায় য, নামায নষ্টকালীন ও কুপ্রবৃত্তরি অনুসরণকালীন অবস্থায়

তারা ঈমানদার ছলি না।

বে-নামাযী কাফরে হওয়ার ব্যাপারে সুন্নাহর দললি:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: "মুমনিব্যক্তএিবংশর্কি-কুফররেমাঝপোর্থক্যনর্িধারণকারীহচ্ছে-নামাযবর্জন।" [সহহি মুসলমিরে কতিাবুল ঈমানে জাবরে বনি আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণনা করনে]

বুরাইদা বনি আল-হাছবি (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছেি: "আমাদরেওতাদরে (কাফরেদরে) মধ্যপ্রেতশ্রিুতহিলনোমাযরে।সুতরাংযব্যেক্তনিামাযত্যাগকরল, সকেুফরকিরল।"[মুসনাদে আহমাদ, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তরিমযিি, সুনানে নাসাঈ, সুনানে ইবনে মাজাহ। এখানে কুফর দ্বারা মুসলমি মল্লিাত থকেে বহষ্কিারকারী কুফর উদ্দশ্যে। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযকে ঈমানদার ও কাফরেদরে মাঝে পার্থক্য নর্িধারক বানয়িছেনে। এর ফলে মুসলমি সম্প্রদায় কাফরে সম্প্রদায় থকেে আলাদা হয়ে গলে। সুতরাং যে ব্যক্তি এ প্রতশ্রিুতি পূর্ণ করবে না সে কাফরে।

এ বষিয়ে আওফ বনি মালকে (রাঃ) এর হাদসি রয়ছেে য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: "তোমাদরে নতোদরে মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে তোমরা যাদরেকে ভালোবাস এবং তারাও তোমাদরেকে ভালোবাসে, তারা তোমাদরে জন্য দোয়া কর, তোমরাও তাদরে জন্য দোয়া কর। আর তোমাদরে সর্বনকিৃষ্ট নতো হচ্ছে তোমরা যাদরেকে অপছন্দ কর এবং তারাও তোমাদরেকে অপছন্দ কর, তোমরা তাদরে উপর লানত কর এবং তারাও তোমাদরে উপর লানত কর। জজ্ঞিসে করা হল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি তাদরে বরিুদ্ধে তরবারী ধারণ করব না। তনিি বললনে: না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নামায কায়মে কর।"

শাসকবর্গ যদি নামায কায়মে না করে তখন তাদরে নতেৃত্ব মনেে না নওেয়া ও তাদরে বরিুদ্ধে তরবারী ধারণ করার পক্ষে এ হাদসিে দললি রয়ছেে। শাসকবর্গরে বরিুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত অস্ত্র ধারণ করা বধৈ নয় যতক্ষণ না তারা সুস্পষ্ট কুফরতিে লপ্তি হয়; যে কুফরি কুফরি হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্র পক্ষ থকেে সুস্পষ্ট দললি রয়ছেে। যহেতেু উবাদা বনি সামতে (রাঃ) থকেে বর্ণতি হয়ছেে য, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদরেকে দাওয়াত দলিনে। আমরা তাঁর হাতে বাইআত করলাম। তনিি যে যে বষিয়ে আমাদরে কাছ থকেে বাইআত বা অঙ্গীকার গ্রহণ করলনে এর মধ্যে ছলি, সুসময় ও দুঃসময়, আনন্দ ও বষিাদে এবং নজিদেরে উপর অন্যদরে অগ্রাধকিার প্রদান করলওে শাসকরে আদশে শ্রবণ ও আনুগত্য করব। তনিি আরও অঙ্গীকার নলিনে য, (রাষ্ট্র পরচিালনার ক্ষত্রেে) আমরা যনে যোগ্য ব্যক্তরি সাথে (গদি নয়িে) ববিাদে লপ্তি না হই। তনিি বলনে: তবে তখন লপ্তি হতে পার যদি দখেতে পাও য, শাসক সুস্পষ্ট কুফরতিে লপ্তি হয়ছেে এবং এ ব্যাপারে তোমাদরে কাছে আল্লাহ্র পক্ষ থকেে সুস্পষ্ট দললি থাক"[সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি] এ হাদসিরে ভত্তিতিে

জানা গলে যে, নামায বর্জন করা সুস্পষ্ট কুফরি; যে ব্যাপারে আমাদরে কাছে আল্লাহ্র পক্ষ থকেে দললি রয়ছেে; যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাসকদরে সাথে মতভদে করা ও তাদরে বরিুদ্ধে তরবারী ধারণ করাকে নামায বর্জন করার সাথে সম্পৃক্ত করছেনে।

যদি কউে বলে যে, এই দললিগুলোকে এই অর্থে ব্যাখ্যা করা যায় কনিা যে, এখানে নামায বর্জন করা দ্বারা উদ্দশ্যে হচ্ছ- নামাযরে ফরযয়িতকে বা আবশ্যকতাকে অস্বীকার করে নামায বর্জন করা।

উত্তরে আমরা বলব: না; এমন ব্যাখ্যা করা জায়যে নয় দুইটি সমস্যার কারণ:

প্রথম সমস্যা: এতে করে শরয়িতপ্রণতো যে কারণটরি সাথে বধিানকে সম্পৃক্ত করছেনে সে কারণটকিে বাতলি করে দতিে হয়। কনেনা শরয়িতপ্রণতো কুফররে হুকুমকে সম্পৃক্ত করছেনে নামায বর্জনরে সাথ; নামাযকে অস্বীকার করার সাথে নয়। অনুরূপভাবে দ্বীনি ভ্রাতৃত্বকে সম্পৃক্ত করছেনে নামায কায়মেরে সাথ; নামাযরে ফরযয়িতে স্বীকৃতি দয়োর সাথে নয়। আল্লাহ্ তাআলা এ কথা বলনেনি যে, যদি তারা তওবা করে এবং নামাযরে ফরযয়িতরে স্বীকৃতি দয়ে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলনেনি যে, "মুমনিব্যক্তএিবংশর্কি-কুফররেমাঝপোর্থক্যনর্িধারণকারীহচ্ছ- নামাযরে ফরযয়িতকে অস্বীকৃতি।" কংিবা তনিি এ কথাও বলনেনি যে, "আমাদরেওতাদরে (কাফরেদরে) মধ্যপ্রেতশ্রিুতহিলোনামাযরে ফরযয়িতরে স্বীকৃতি।সুতরাংযব্যেক্তনিামাযরে ফরযয়িতকে অস্বীকার করল,সকেুফরকিরল।" যদি এর দ্বারা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলরে উদ্দশ্যে হত নামাযরে ফরযয়িতরে অস্বীকৃতি; তাহলে এভাবে উল্লখে না করে অন্যভাবে উল্লখে করায় সটো স্পষ্ট ববিৃতি হত না; যে স্পষ্ট ববিৃতি নয়িে কুরআন আগমন করছে। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "আর আমরা আপনার প্রতি কতিাব নাযলি করছে িপ্রত্যকে বষিয়রে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ।"[সূরা নাহল, আয়াত: ৮৯] আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবীকে সম্বোধন করে বলনে: আর আপনার প্রতি আমরা কুরআন নাযলি করছে,ি যাতে আপনি মানুষকে যা তাদরে প্রতি নাযলি করা হয়ছেে তা স্পষ্টভাবে বুঝয়িে দনে।" [সূরা নাহল, আয়াত: ৪৪]

দ্বতিীয় সমস্যা: এমন একটি কারণকে বধিানরে সাথে সম্পৃক্ত করা শরয়িতপ্রণতো যটোকে বধিানরে সাথে সম্পৃক্ত করনেনি। যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযরে ফরযয়িতকে অস্বীকার করে সে ব্যক্তি যদি অজ্ঞতার কারণে যাদরে ওজর গ্রহণযোগ্য এমন শ্রণেীর লোক না হয় তাহলে অস্বীকাররে কারণইে তার কুফরী সাব্যস্ত হব; চাই সে নামায আদায় করুক কংিবা নামায বর্জন করুক। যদি ধরে নইি, এক ব্যক্তি নামাযরে যাবতীয় শর্ত, রুকন, ওয়াজবি ও মুস্তাহাব পরপিূর্ণ করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করছে; কন্িতু সে কোন প্রকার ওজরগ্রস্ত না হয়ওে নামাযরে ফরযয়িতকে অস্বীকার কর— সে ব্যক্তি কাফরে; অথচ সে নামায বর্জন করনে।ি এতে করে জানা গলে যে, এ দললিগুলোকে নামাযরে ফরযয়িতকে অস্বীকার করার অর্থে গ্রহণ করা— সঠকি নয়। সঠকি অভমিত হচ্ছ- নামায বর্জনকারী কাফরে; এমন কাফরে যে কুফরি ব্যক্তকিে মুসলমি মল্লিাত থকেে বহষ্কিার করে দয়ে। ইবনে আবু হাতমি কর্তৃক সংকলতি 'সুনান' গ্রন্থে উবাদা বনি সামতে এর হাদসিে তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণতি হয়ছেে, তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদরেকে ওসয়িত করে গছেনে

আমরা যনে আল্লাহ্র সাথে কোন কছিুকে অংশীদার সাব্যস্ত না করি, ইচ্ছাকৃতভাবে নামায বর্জন না করি, কনেনা যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায বর্জন করবে সে ব্যক্তি (মুসলমি) মল্লিাত থকেে বরেয়িে যাবে।”

এ ছাড়া আমরা যদি এ দললিগুলোকে নামাযরে ফরযয়িতকে অস্বীকার করার অর্থে গ্রহণ করি তাহলে এ দললিগুলোর মধ্যে বশিষেভাবে নামাযকে উল্লখে করার তো কোন অর্থ থাকল না। কারণ এই হুকুম তো যাকাত, সয়িাম, হজ্জ এগুলোর ক্ষত্রেওে আম। কউে যদি ফরযয়িতকে অস্বীকার করে এ আমলগুলোর কোন একটকিে বর্জন কর; সে যদি অজ্ঞতার কারণে যাদরে ওজর গ্রহণযোগ্য এমন শ্রণেীভুক্ত না হয় তাহলে সে কাফরে হয়ে যাবে।

নামায বর্জনকারীর কাফরে হওয়া যৌক্তকি দললিরেও দাবী; যমেনটি শ্রুত দললিরে দাবী। কভিাবে কোন ব্যক্তরি ঈমান থাকবে যদি সে দ্বীনরে মূল ভত্তিি নামাযকইে বর্জন কর। অথচ নামাযরে ব্যাপারে উদ্বুদ্ধকারী এমন কছিু দললি এসছে, যগেুলোর দাবী হচ্ছ- প্রত্যকে আকলসম্পন্ন ঈমানদার নামায আদায় করব, এক্ষত্রেে কোন গড়মিসি করবে না এবং নামায বর্জনরে ব্যাপারে এমন কছিু দললি এসছে যগেুলোর দাবী হচ্ছ- প্রত্যকে আকলসম্পন্ন ঈমানদার নামায বর্জন করা থকেে বরিত থাকব। সুতরাং দললিরে এমন দাবী প্রতষ্ঠিতি থাকা সত্ত্বওে নামায বর্জন করলে সে বর্জনরে সাথে আর ঈমান থাকে না।

যদি কউে বল: নামায বর্জনকারীর কুফরি দ্বারা নয়োমতকে কুফর করা তথা নয়োমতকে অস্বীকার করা উদ্দশ্যে নয়ো যায় না? কংিবা বড় কুফরকে উদ্দশ্যে না নয়িে ছোট কুফরকে উদ্দশ্যে নয়ো যায় না? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে ঐ বাণী মত: “মানুষরে মাঝে দুইটি কুফরি রয়ছে। একটি হচ্ছ- বংশরে উপর অপবাদ দয়ো ও মৃতব্যক্তরি জন্য বলিাপ করা” এবং ঐ বাণীর মত: “মুসলমানকে গালি দয়ো পাপরে কাজ; আর মুসলমানরে সাথে লড়াই করা কুফরি” এবং এ জাতীয় অন্যান্য হাদসি?

আমরা বলব, এমন ব্যাখ্যা করা নম্নিোক্ত কারণে সঠকি নয়:

১। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুফর ও ঈমানরে মাঝে এবং ঈমানদার ও কাফরেদরে মাঝে একটি নর্দিষ্টি সীমারখো নর্ধিারণ করে দয়িছেনে। যে সীমারখোর কারণে নর্ধিারতি বষিয়রে একটি অপরটি থকেে আলাদা হয়ে গছে। তাই নর্ধিারতি বষিয়রে একটি অপরটরি মধ্যে প্রবশে করতে পার না।

২। নামায হচ্ছ ইসলামরে অন্যতম একটি রোকন। তাই নামায বর্জনকারীকে কাফরে বলার দাবী হচ্ছ এ কুফর ইসলাম নষ্টকারী কুফর। কনেনা নামায বর্জনকারী ইসলামরে একটি রোকনকে ধ্বংস করছে। পক্ষান্তর, কোন ব্যক্তরি কুফরি কাজকে কুফরি বলা— এ রকম নয়।

৩। এছাড়া আরও কছিু দললি রয়ছে যে দললিগুলো প্রমাণ কর যে, নামায বর্জনকারী কাফরে, মুসলমি মল্লিাত থকেে

বহষ্কিৃত। যাতে করে, দললিগুলো একটি অপরটরি সাথে খাপ খায়, সাংঘর্ষকি না হয়।

৪। নামায বর্জনকারীর ক্ষত্রেে যখন কুফর বলা হয়ছেে তখন كفر শব্দরে শুরুতে ال যুক্ত করে الكفر বলা হয়ছে। ال যুক্ত করে الكفر বলাতে এ প্রমাণ পাওয়া যায় য, এখানে কুফর দ্বারা এর হাকীকী বা প্রকৃত অর্থ উদ্দশ্যে। পক্ষান্তর, نكرة এর শব্দ হসিবে এর كُفْرٌ শব্দরে ব্যবহার কংিবা فعل হসিবে كَفَرَ শব্দরে ব্যবহার প্রমাণ করে য, সংশ্লষ্টি বষিয়টি কুফরি কংিবা সংশ্লষ্টি কাজটরি মাধ্যমে সে ব্যক্তি কুফরি করছে। কন্তিু, এ কুফরি মুসলমি মল্লিাত থকেে বহষ্কিারকারী কুফরি নয়।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা তাঁর রচতি 'ইকতদিাউস সরিাতলি মুস্তাকীম' গ্রন্থে (৭০) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: اثنتان في الناس هما بهما كفر (অর্থ- মানুষরে মধ্যে দুইটি অভ্যাস রয়ছে; য দুইটি কুফরি) সম্পর্কে আলোচনা করতে গয়িে বলনে: তাঁর বাণী: هما بهما كفر এর অর্থ এ দুইটি খাসলত বা অভ্যাস মানুষরে মধ্যে বদ্যিমান কুফরি। যহেতেু এ অভ্যাস দুইটি কুফরি যামানার কর্ম; তাই এ অভ্যাসদ্বয় কুফরকির্ম। এ দুইটি মানুষরে মধ্যে বদ্যিমান রয়ছে। তবে, কারো মধ্যে কুফররি কোন একটি শাখা বদ্যিমান থাকলে এর অর্থ এ নয় য, সে ব্যক্তি ইসলাম থকেে বহষ্কিৃত কাফরে; যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মধ্যে প্রকৃত কুফরি পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে কারো মধ্যে যদি ঈমানরে কোন একটি শাখা পাওয়া যায় এর দ্বারা সে ব্যক্তি ঈমানদার হয়ে যাবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মধ্যে ঈমানরে মৌলকি বশ্বিাস ও হাকীকত পাওয়া যায়। الكُفْر শব্দটি ال দয়িে ব্যবহৃত হওয়া যমেন হাদসিে এসছে- " ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة", এবং نكرة হসিবে হ্যাঁ-বোধক বাক্যে ব্যবহৃত হওয়া এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য রয়ছে।[উদ্ধৃতি সমাপ্ত]

এর মাধ্যমে পরষ্কিার হলো য, এই দললিগুলোর দাবী হচ্ছ- কোন ওজর ছাড়া নামায বর্জনকারী ইসলাম ত্যাগকারী কাফরে। সুতরাং ইমাম আহমাদরে অভমিতই সঠকি এবং ইমাম শাফয়েরি দুই অভমিতরে একটি অভমিতও এটা। ইবনে কাছরি (রহঃ) তাঁর তাফসরি গ্রন্থে আল্লাহ্র বাণী: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ(অর্থ-তাদরে পরে এল অযোগ্য উত্তরসূরীরা, তারা নামায নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তরি অনুসরণ করল)[সূরা মারয়িাম, আয়াত: ৫৯]এর তাফসরি করার সময় এ বষিয়টি উল্লখে করছেনে। ইবনুল কাইয়্যমে তাঁর 'আস-সালাত' নামক কতিাবে উল্লখে করছেনে য, এটি শাফয়েি মাযহাবরে দুইটি অভমিতরে একটি। ইমাম তাহাবি ইমাম শাফয়েি থকেে এ অভমিতটি উদ্ধৃত করছেনে।

জমহুর বা অধকিাংশ সাহাবীর অভমিতও এটাই। বরং কউে কউে এ মতরে উপর সাহাবায়ে করোমরে ইজমা (ঐকমত্য) বর্ণনা করছেনে। আব্দুল্লাহ বনি শাককি বলনে: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাহাবীগণ নামায ছাড়া অন্য কোন আমল বর্জন করাকে কুফরি হসিবে দখেতনে না।"[সুনানে তরিমযিি, মুসতাদরকে হাকমে এবং হাকমে বলছেনে, এ বাণীটি সহীহাইনরে শর্তে উত্তীর্ণ] প্রসদ্ধি ইমাম ইসহাক বনি রাহুইয়া বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে সহহি সনদে সাব্যস্ত হয়ছে য, নামায বর্জনকারী কাফরে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে যামানা থকেে আমাদরে সময়কাল পর্যন্ত এটাই হচ্ছে আলমেদরে অভমিত য, কোন ওজর ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে নামায বর্জনকারী; নামাযরে ওয়াক্ত পার হয়ে

গলেে— কাফরে। ইবনে হাযম উল্লখে করছেনে য, এ মতটি উমর (রাঃ), আব্দুর রহমান বনি আওফ (রাঃ), মুয়ায বনি জাবাল (রাঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী থকেে বর্ণতি আছ। তনিি আরও বলনে: আমরা এ সাহাবীদরে সাথে মতবরিোধকারী কোন সাহাবীর কথা জানি না। মুনযরিি তাঁর তারগীব ও তারহীব নামক গ্রন্থে এ উদ্ধৃতি উল্লখে করছেনে। সখোনে তনিি আরও কছিু সাহাবীর নাম বৃদ্ধি করনে। তাঁরা হচ্ছনে- আব্দুল্লাহ বনি মাসউদ (রাঃ), আব্দুল্লাহ্ বনি আব্বাস (রাঃ), জাবরে বনি আব্দুল্লাহ (রাঃ), আবুদ দারদা (রাঃ)। তনিি আরও বলনে: সাহাবী ছাড়া অন্যদরে মধ্যে রয়ছেনে, ইমাম আহমাদ (রহঃ), ইসহাক বনি রাহুইয়া (রহঃ), আব্দুল্লাহ্ বনি মুবারক (রহঃ), নাখায়ি (রহঃ), আল-হাকাম বনি উতাইবা (রহঃ), আইয়ুব আল-সখিতয়িানি (রহঃ), আবু দাউদ আত-তায়ালসিি (রহঃ), আবু বকর ইবনে আবু শাইবা (রহঃ) ও যুহাইর বনি হারব (রহঃ) প্রমুখ।[উদ্ধৃত সমাপ্ত]

আল্লাহ্ই ভাল জাননে।